সফরে নামায

الصلاة في السفر – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي

Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

الصلاة في السفر

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الرابعة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شعبة توعية الجاليات بالزلفي

الصلاة في السفر / شعبة توعية الجاليات بالزلفي
٣٠ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ٣-٥- ١٣ ٠ ٨-٠ ٩٩٦ -٩٧٨
(النص باللغة البنغالية)

١-صلاة المسافر أ. العنوان

ديوي ٢٨،٢٥٢ ١٤٢٩/٤٢٨٥

رقم الإيداع : ١٤٢٩/٤٢٨٥
ردمك : ٣-٥- ١٣ ٠ ٨-٠ ٩٩٦ -٩٧٨

الصلاة في السفر

সফরে নামায

এটি ক্ষুদ্র একটি পুস্তিকা। সফরের বিধি-বিধান এবং তার সুন্নত ও আদবের কিছু কথা এতে একত্রিত করা হয়েছে। মুসাফিরদের সফর সংক্রান্ত বিধানাবলী জানার প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য ক'রে তাদেরই সুবিধার্থে কিছু আলেমদের বই-পুস্তক থেকে এর বিষয়বস্তুগুলো একত্রিত করা হয়েছে। সাথে রাখতে এবং সফরে এ থেকে উপকারিতা অর্জন করতে যাতে সহজ হয়, সে জন্য ছোট পুস্তিকা আকারে এটাকে প্রস্তুত করা হয়েছে। ডাঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ত্বায়্যার বইটির বিষয়গুলো দেখে দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে এবং যাঁরাই এ বইটির প্রকাশনায় অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন! আল্লাহর কাছে কামনা করি তিনি যেন এটাকে ফলপ্রসূ বানান।

কিছু সুন্নত ও আদব

*পরিবারের কাছ থেক বিদায় নেওয়া

মুসাফিরের জন্য সুন্নত হলো সে তার পরিবার ও সাথী-সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বলবে,

((أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ)) (١)

"আস্তাওদি-উ' কুমুল্লা-হ আল্লাযী লা-তাযী-উ' অদায়েউহু" (আমি তোমাদেরকে সেই সত্তার হেফাযতে রেখে যাচ্ছি, যার হেফাযতের

জিনিস নষ্ট হয় না। (১) এর উত্তরে তারা (পরিবারের লোক ও সাথী -সঙ্গীরা) বলবে,

((أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ)) (٢)

"আস্তাওদিউল্লা-হা দ্বীনাকা অ আমা-নাতাকা অ খাওয়া-তিমা আমালিকা" (আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং তোমার আমলের সমাপ্তি পর্যায়কে আল্লাহর হেফাযতে ছেড়ে দিচ্ছি)। (২)

* মানুষের একা সফর করা অপছন্দনীয়

কোনো প্রয়োজন ছাড়া মানুষের একা সফর করা ঠিক নয়, যদি সাথী-সঙ্গী পাওয়া যায়। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ)) (٣)

"একাকিত্বের কঠিনতা যা আমি জানি, মানুষ যদি তা জানত, তাহলে কেউ রাতে একা সফর করতো না।" (৩) কেননা, এতে রয়েছে নিঃসঙ্গতা এবং কোনো অঘটন ঘটলে-আল্লাহর পর-অন্য কোনো সাহায্য-কারীর অভাব।

* সৎ সাথী নির্বাচন করা

মুসাফিরের জন্য মুস্তাহাব হলো এমন সাথীর সঙ্গ গ্রহণ করা, যে হবে আল্লাহভীরু, পরিষ্কার মনের, কল্যাণকামী, অকল্যাণ অপছন্দকারী এবং ধৈর্যশীল। তারা পরস্পরকে সহ্য করবে এবং একে অপরের অনুগ্রহ ও

সম্মানের খেয়াল রাখবে।

* মহিলা একা সফর করবে না

কোনো মহিলার মাহরাম (স্বামী অথবা যার সাথে তার বিবাহ চির-তরে হারাম এমন কেউ) ছাড়া একা সফর করা জায়েয নয়। চাহে সে সফর দীর্ঘ দিনের হোক অথবা অল্প দিনের। চাহে স্থল পথের হোক অথবা আকাশ পথের। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)) (٤)

"কোনো মিহিলা যেন মাহরাম ছাড়া সফর না করে।" (৪) অনেক মহিলা আকাশ পথে একা সফর করার ব্যাপারটাকে কিছু মনেই করে না। অথচ এটা হলো শরীয়ত বিরোধী এবং মহা বিপর্যয়পূর্ণ কাজ। কারণ, মহিলা হলো ফিতনার জিনিস। সফরে তার একা হওয়া নিষিদ্ধ কিছু ঘটে যাওয়ার কারণ হয়। কেননা, তার একা হওয়ার সুযোগ গ্রহণ ক'রে শয়তান তাকে প্রলুব্ধ করে এবং ফিতনার প্রতি আহ্বান জানায়। আর সফর যেমনই হোক যার নাম সফর তাতে মহিলা একা যেতে পারে না। কারণ, আসল লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো সফর, তার অসীলা বা মাধ্যম নয়।

*মাহরামের পুরুষ হওয়া, সাবালক এবং বুদ্ধিসম্পন্ন ও মুসলিম হওয়া আবশ্যক। আর সে যেন মহিলার বংশীয় সম্পর্কের অথবা দুধ সম্পর্কের মাহরাম হয়।

সফরের দুআ পড়া

মুসাফিরের সফরের দুআ পড়া সুন্নত। আরা তা হলো,

((اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهِلِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِن وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ)) وإذا رجع قالهن وزاد فيهن ((آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ)) (٥)

“আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা-হা-যা অমা-কুন্না-লাহু মুক্বরিনীন অ ইন্না-ইলা-রাব্বিনা-লামুনক্বালিবূন, আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা-হা-যা আল -বিররা অত্তাক্বওয়া অ মিনাল আমালি মা-তারযা-আল্লা-হুম্মা হাওবিন আলাইনা-সাফারানা-হা-যা অত্ববি আ’ন্না বু’দাহ, আল্লা-হুম্মা আন্তাস-সাহিবু ফিসসারি, অলখালীফাতু ফিলআহলি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ’ঊযু বিকা মিন অ’ষা-য়িসসাফারি অ কা-বাতিল মানযার, অ সূ-য়িল মুন ক্বালাবি ফিল মা-লি অল আহল” আর যখন প্রত্যাবর্তন করবে, তখন এর সাথে অতিরিক্ত বলবে, “আ-য়িবূনা তা-য়িবূনা আ’বিদূনা, লি-রা ব্বিনা-হা-মিদূন”

(আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আমি সেই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি আমাদের জন্য এই জিনিসগুলোকে অধীন বানিয়ে দিয়েছেন। নতুবা আমরা তো এগুলোকে বশ করতে সক্ষম ছিলাম না। আর একদিন তো আমাদেরকে আমাদের প্রভুর নিকট ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে তোমার নিকট পুণ্য ও তাকওয়ার প্রার্থনা জানাই এবং এমন আমলের সামর্থ্য তোমার নিকট কামনা করি, যা তুমি পছন্দ করো। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই যাত্রাকে সহজ সাধ্য করে দাও এবং তার দূরত্বকে আমাদের জন্য হ্রাস করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি এই সফরে আমাদের সাথী, আর আমাদের পরিবার-পরিজন এবং মাল-সম্পদের তুমি রক্ষণা -বেক্ষণকারী। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের ক্লেশ হতে এবং অবাঞ্ছিত দৃশ্য দর্শন হতে ও প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়ক্ষতির অনিষ্টকর দৃশ্য দর্শন থেকে।" "আমরা এখন (সফর থেকে) প্রত্যাবর্তন করছি তাওবা করতে করতে, ইবাদতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করতে করতে।" (৫)

*একজনকে আমীর নির্বাচন করা

সুন্নত হলো মুসাফিররা তাদের একজনকে আমীর নির্বাচন করবে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، و أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ((إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ)) (٦)

আবূ সাঈদ এবং আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যখন তিনজন কোনো সফরে বের হয়, তখন তারা যেন একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়।" (৬) আর এই আমীর নির্বাচন এই জন্য যে, যাতে সে (আমীর) তাদেরকে সুসংহত রাখে এবং তাদের কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা করে। তাদের উচিত এই আমীরের আনুগত্য করা যে পর্যন্ত সে কোনো পাপ কাজের নির্দেশ না দিবে।

*কোনো স্থানে অবতরণ করলে দুআ

কোনো স্থানে অবতরণ করলে (নিম্নের) দুআটি পড়া মুস্তাহাব।

((مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)) (٧)

مَن قالها لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ))

"আঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা-খালাক্ব" (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় কামনা করছি)। (৭) যে এটা পড়বে,কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না,এ স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত।"

*তাকবীর ও তাসবীহ পাঠ করা

সুন্নত হলো মুসাফির যখন কোন উঁচু ভূমিতে আরোহণ করবে,তখন তাকবীর পাঠ করবে এবং যখন কোন নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করবে, তখন তাসবীহ পাঠ করবে। কারণ, জাবির-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا)) (٨)

“আমরা যখন কোনো উঁচু স্থানে আরোহণ করতাম, তখন তাকবীর পাঠ করতাম এবং যখন নিচু ভূমিতে অবতরণ করতাম, তখন তাসবীহ পাঠ করতাম।” (৮)

*(সফরে থাকা অবস্থায়) খুব বেশী বেশী দুআ করা

এটাও মুসাফিরের জন্য সুন্নত যে, সে খুব বেশী বেশী দুআ করবে। কেননা, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ)) (٩)

“তিন ব্যক্তির দুআ গৃহীত হয়। অত্যাচারিত ব্যক্তির দুআ, মুসাফিরের দুআ এবং সন্তান দের জন্য পিতা-মাতার বদ্দুআ।” (৯)

*কোনো শহরে প্রবেশকালে দুআ

মুসাফির যখন কোনো শহরে প্রবেশ করে, তখন (নিম্নের) দুআটি পড়া তান জন্য মুস্তাহাব।

((اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السبعِ ومَا أَظْلَلـنَ، وَرَبَّ الأَرَضِـيْنَ ومَـا أَقْلَلـنَ، ورَبَّ الشَّيَاطِيْنَ ومَا أَضْلَلنَ، ورَبَّ الرِّيَاحِ ومَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّـا نَسـأَلُكَ خَـيْرَ هَـذِهِ القَريَـةِ، وخَيْرَ أَهْلِهَا، ونَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وشَرِّ أَهْلِهَا وشَرِّ مَا فِيْهَا)) (١٠)

“আল্লা-হুম্মা রাব্বাসসামা-ওয়াতিসসাব-ই অমা-আযলালনা, অ রাব্বাল আরাযীনা অমা-আক্কলালনা, অ রাব্বাশশায়াত্বীনা অমা-আযলালনা, অ রাব্বাররিয়া-হি অমা-যারাইনা, ফাইন্না-নাসআলুকা খাইরা হা-যিহিল ক্কারইয়া-হ অ খাইরা আহলিহা-অ নাঊযু বিকা মিন শাররিহা-অ শাররি আহলিহা-অ শাররি মা-ফীহা” (হে আল্লাহ! সপ্তাকাশের এবং তার ছায়ার প্রভু! সপ্ত জমিন ও তার বেষ্টিত স্থানের প্রভু! সমস্ত শয়তান ও তাদের দ্বারা পথভ্রষ্টদের প্রভু! প্রবল ঝড়ো-হাওয়া এবং যা কিছু ধুলি উড়ায় তার প্রভু! আমি তোমার নিকট এই গ্রামের এবং তার বাসিন্দার নিকট হতে কল্যাণ আর তার মাঝে যা কিছু কল্যাণ আছে সবটাই কামনা করছি। আর তোমার নিকট আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হতে এবং তার বাসিন্দার অনিষ্ট হতে আর তার মাঝে যা কিছু অনিষ্টকর জিনিস আছে তা হতে।” (১০)

*মুসলিমদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা

মুসলিমদের যাতে কোনো কষ্ট না হয় তার প্রতি ভালোভাবে যত্নবান হবে। তাতে তা অত্যধিক দ্রুততার সাথে গাড়ি চালিয়ে হোক অথবা ইশারা (লাল সিগ্নাল) ক্রস ক’রে হোক কিংবা ত্রুটিগতভাবে অতিক্রম ক’রে হোক বা অন্য যে কোনো ভাবে হোক না কেন। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً

وَإِثْماً مُبِيناً﴾ [الأحزاب:٥٨]

"যারা বিনা অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।" (আহযাব ৫৮)

*পথের অধিকার আদায় করা

আর পথের অধিকার রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

((غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ)) (١١)

"দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া এবং সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান করা।" (১১)

*প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলেই ফিরে আসা

মুসাফিরের জন্য মুস্তাহাব হলো, (সফরের) প্রয়োজন পূরণ হওয়ার সাথে সাথেই স্বীয় পরিবারের কাছে ফিরে আসা। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে,

((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ)) (١٢)

“সফর হলো আজাবের একটি অংশ। সফর মুসাফিরকে নিদ্রা এবং পানাহার থেকে বঞ্চিত রাখে। অতএব, তোমাদের কেউ যখন তার সফরের প্রয়োজন পূরণ করে নেয়, তখন সে যেন সত্বর তার পরিবারের কাছে ফিরে আসে।” (১২)

*সফর থেকে ফিরে এলে আগে মসজিদে যাওয়া

সুন্নত হলো মুসাফির সফর থেকে ফিরে এলে আগে মসজিদে যাবে এবং সেখানে দু’রাকআত নামায পড়বে। কারণ, কা’ব ইবনে মালিক-ﷺ-বলেন,

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ)) (١٣)

“রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন সফর থেকে ফিরতেন, তখন আগে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন।” (১৩)

*সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর সাথে কোলাকুলি করা

সফর হতে প্রত্যাবর্তনকারীর জন্য দাঁড়ানো, তার সাথে কোলাকুলি করা এবং তার যিয়ারত মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাহাবাগণ যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন তাঁরা পরস্পরের সাথে কোলাকুলি করতেন। এতে প্রেম-প্রীতি, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। আর এর প্রয়োজন আমাদের অনেক।

*মুসাফিরের নেকী

এটা আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া যে, তিনি মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তিকে সেই পরিমাণই নেকী তাদের নেকীর খাতায় লিখে দেন, যে পরিমাণ নেকী তাদের সুস্থ ও ঘরে থাকা অবস্থায় আমল করার দরুণ দান করেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا)) (١٤)

“যখন বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা সফরে যায়, তখন বাড়ীতে সুস্থ থাকার অবস্থায় আমল করার যে নেকী তাকে দেওয়া হতো, সেই পরিমাণ নেকীই তার নেকীর খাতায় লিখে দেওয়া হয়।” (১৪)

সফর অবস্থায় পাওয়া অনুমতি

সফরে থাকাকালীন মুসলিমদের উপর সহজ ও আসান করার জন্য ইসলাম যে অনুমতিগুলো দিয়েছে, সেগুলো গ্রহণ করা মুসাফিরের জন্য বৈধ। আর এটা তার শহর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হবে। অনুমতিগুলো হলো, নামায কসর করা ও একত্রে পড়া। তিন দিন ও তিন রাত পর্যন্ত মোজার উপার মাসাহ করা। সাওয়ারীর উপর নফল নামায পড়া। জুমআর নামায থেকে অব্যাহতি লাভ এবং রোযা না রাখার বৈধতা।

* কসরের দূরত্ব

যার নাম সফর এমন প্রত্যেক সফরে মুসাফির চার রাক’আত নামায-গুলো কসর ক’রে দু’রাকআত ক’রে এবং জোহর ও আসরকে এবং

মাগরিব ও এশাকে একত্রে পড়তে পারবে। শরীয়তে কসরের জন্য নির্দিষ্ট কোন দূরত্বের কথা আসেনি। তবে বেশীরভাগ আলেমগণের মত হল, সফর যদি ৮০ কিঃমিঃ দূরত্বের হয়, তবেই কসর জায়েয হবে, তার কম হলে জায়েয হবে না। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটাই বেশী যথার্থ ও সূক্ষ্ম।

পবিত্রতার বিধান

নামাযের জন্য ওযূ এবং বড় অপবিত্রতার জন্য গোসল করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে গড়িমসি করা জায়েয নয়। তবে নামাযের সময় যদি হয়ে যায় আর মুসাফির যদি পানি না পায়, তবে সে (১) নামাযকে তার শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করবে, যখন সে পানি পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে অথবা পাওয়ার সম্ভাবনাটাই তার কাছে বেশী মনে হবে। (২) কিন্তু যদি পানি না পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয় অথবা না পাওয়ার সম্ভাবনাটাই তার কাছে বেশী মনে হয় কিংবা পাওয়ার ও না পাওয়ার কোন ধারণাই যদি সৃষ্টি না হয়, তাহলে উত্তম হলো, সে তায়াম্মুম করে নামাযকে তার প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করে নিবে।

*তায়াম্মুম করে নামায পড়া অবস্থাতেই যদি পানি পেয়ে যায়, তবে সে এই নামাযকে নফল বানিয়ে তা পূরণ করবে। অতঃপর ওযূ ক'রে ফরয নামাযকে আবার ফিরিয়ে পড়বে। কিন্তু সে যদি নামায সমাপ্ত করার পর পানি পায়, তাহলে তার নামায হয়ে যাবে তাকে আর নামায ফিরিয়ে পড়তে হবে না।

*অপবিত্রতার কারণে মুসাফিরের উপর যদি গোসল ওয়াজিব হয়ে যায় আর অত্যধিক ঠান্ডার জন্য ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় অথবা নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে সে যদি পানি ব্যবহার করতে না পারে, তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয। অনুরূপ পানি যদি এত অল্প হয় যা গোসলের জন্য যথেষ্ট হবে না, তবে তা দিয়ে কেবল ওযূ করবে এবং গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। তবে কেবল ঠান্ডার ভয়ই (এ রকম করার) জন্য যথেষ্ট হবে না। বরং তার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বা বেশীভাগ ধারণা সৃষ্টি হতে হবে এবং গরম করার কোন মাধ্যম পাবে না অথবা গরম করতে গেলে নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করবে।

*তার কাছে বিদ্যমান পানি যদি এত অল্প হয় যে, তা সম্পূর্ণ ওযূর জন্য যথেষ্ট হবে না, তাহলে সে এই পানি দিয়ে যতটা হয় ওযূ করবে এবং যে অঙ্গগুলো অবশিষ্ট রয়ে যাবে তার জন্য তায়াম্মুম করে নিবে।

**তায়াম্মুম করার নিয়ম

ছোট ও বড় উভয় অপবিত্রতার জন্য তায়াম্মুম করার নিয়ম হলো, ‘বিসমিল্লা-হ’ বলে হাত দু’টিকে মাটিতে একবার মেরে তা স্বীয় চেহারায় বুলিয়ে নিবে। অতঃপর হাতের তেলো দু'টিকে তার বাহ্যিক অংশে (উপরী ভাগে) বুলিয়ে নিবে। আর যে বড় অপবিত্রতার জন্য তায়াম্মুম করবে, সে যখন পানি পাবে, তখনই তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে।

**মোজার উপর মাসাহ করা

মুসাফির তিন দিন ও তিন রাত পর্যন্ত তার মোজার উপর মাসাহ করতে পারবে। প্রথম যখন সে মাসাহ করবে, তখন থেকেই মাসাহের এই সময়-কাল শুরু হবে।

*মানুষ বাড়িতে থাকাকালীন মাসাহ করা আরম্ভ করার পর যদি সফর করে, তবে সে মুসাফিরের মাসাহের নিয়ম পালন করবে।

*আর সে যদি সফরে থাকাকালীন মাসাহ আরম্ভ করার পর মুক্বীম (বাড়ীতে অবস্থানকারী) হয়ে যায়, তাহলে সে বাড়ীতে অবস্থানকারীর মাসাহ করার নিয়ম পালন করবে। অর্থাৎ, সে কেবল এক দিন ও এক রাত মাসাহ করতে পারবে।

আযানের বিধান

এক সঙ্গে অনেকগুলো মানুষ সফর করলে আযান ও ইক্বামত দেওয়া তাদের উপর ওয়াজিব। কারণ, হাদীসে এসেছে যে,

((فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ)) (١٥)

"নামাযের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের একজন যেন আযান দেয়।" (১৫) অনুরূপ মুসাফির একা হলেও আযান দিতে পারবে। তবে সে যদি কোন মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়ে, তাহলে তাদের আযানই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

*যদি আযান ও ইক্বামত না দিয়েই নামায পড়ে নেয় অথবা কেবল

ইক্বামত দিয়ে যদি নামায পড়ে, তবে তাদের নামায হয়ে যাবে কিন্তু তাদেরকে তাওবা ও ইস্তিগফার করতে হবে এবং পুনরায় যেন এ রকম কাজ না হয় তার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তবে এটা হলো তাঁদর কথা মত যাঁরা আযান দেওয়াকে ওয়াজিব বলেছেন। আর এই মতই প্রাধান্য প্রাপ্ত মত।

*যদি মুসাফির দুই নামাযকে একত্রে পড়ে, তবে সে একবার আযান ও দু'বার ইক্বামত দিবে।

নামাযের বিধান

ক্বিবলার খোঁজ করা এবং তা জানতে বিশেষভাবে প্রচেষ্টা নেওয়া মুসাফিরের উপর ওয়াজিব। তাতে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হোক অথবা ক্বিবলা নির্ণয়ে সাহায্যকারী উপায়-উপকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে হোক। আর ক্বিবলা খোঁজ এবং তা জানার কোনো প্রচেষ্টা না নিয়েই কেউ যদি (কিব্বলার) বিপরীত দিকে মুখ করে নামায পড়ে নেয়, তবে সে পুনরায় নামায ফিরিয়ে পড়বে। কারণ, সে অবহেলা করেছে। পক্ষান্তরে যে কিব্বলা জানার যথেষ্ট প্রচেষ্টার নেওয়ার পর (কিব্বলার) বিপরীত দিকে মুখ করে নামায পড়ে নেয় আর সে যদি মুক্ত মাঠে হয়, তবে তাকে নামায ফিরিয়ে পড়তে হবে না। তবে শহরে হলে তাকে নামায পুনরায় ফিরিয়ে পড়তে হবে।

*মুসাফির সফরে ফজরের সুন্নত ব্যতীত অন্য কোনো সুন্নত পড়বে না। তবে সফরে বিতরের নামায, চাশতের নামায এবং তাহাজ্জুদের

নামায পড়া মুস্তাহাব। অনুরূপ কারণযুক্ত নামায যেমন, ওযূর সুন্নত, তাহিয়্যাতুল বা (দাখেলী) মসজিদ এবং সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামায পড়াও মুস্তাহাব। যেমন, বাড়ীতে থাকাকালীন পড়তো।

*যে নামাযের সময় প্রবেশ করার পর সফর করলো, সে শহর থেকে বের হয়ে এবং শহরের ঘর-বাড়ী ত্যাগ করার পর দুই নামাযকে একত্রেও পড়তে পারবে এবং কসরও করতে পারবে।

*কসর কেবল চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে হবে। ফজরের ও মাগরিবের নামায কসর করা যায় না।

*কসরের নিয়ত করা নামাযের জন্য শর্ত নয়। কারণ, সফরে কসর করাই হলো আসল। অতএব তার জন্য নিয়ত করার প্রয়োজন নেই। যেমন বাড়ীতে থাকাকালীন পূর্ণ নামায পড়তে হয় এর জন্য নিয়ত শর্ত নয়। তবে যদি কসর করার নিয়ত করে, তাহলে তা উত্তমই হবে।

*মুসাফির মুক্তাদী হয়ে যদি পূর্ণ নামায পড়ার নিয়ত ক'রে এমন ইমামের পিছনে দাঁড়ায় যে কসর করে, তবে সেও তার (ইমামের) মত কসর করবে।

*মুসাফির যদি এমন ইমামের পিছনে দাঁড়ায় যার ব্যাপারে সে জানে না যে পুরো পড়বে, না কসর করবে, এ অবস্থায় ইমামকে অনুসরণ করা তার উপর ওয়াজিব।

*মুসাফির যদি তার মুসাফির হওয়ার কথা ভুলে পূর্ণ নামায পড়ার নিয়ত করে, তাতে সে ইমাম হোক অথবা মুক্তাদী এবং পরে যদি

স্মরণ হয় যে সে মুসাফির, তাহলে সে কসর করবে। কারণ, নামাযকে কসর করে পড়াই হলো মুসাফিরের জন্য মূল। আর যদি পূর্ণ নামায পড়ে তাতে কোন দোষ নেই।

*মুসাফির যদি মাগরিবের নামায দু'রাকআত পড়ে এই মনে করে যে তা কসর করা যায় এবং এ ব্যাপারে সে যদি অজ্ঞ হয়, তবে তার নামায বাতিল তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে।

*কসর করার নিয়তে দাঁড়িয়ে মুসাফির যদি ভুলে তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সে (তাশাহহুদে) ফিরে যাবে এবং শেষে সাজদা সাহু করবে।

*সফরে নামাযকে হালকা ক'রে পড়ানো ইমামের জন্য মুস্তাহাব। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এবং তাঁর সাহাবাদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা এ রকম করেছেন।

*মুসাফির কোনো শহরে অবতরণ করলে সেখানে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায পড়া তার জন্য জরুরী। কারণ, সে আযান শুনতে পায়। তবে রাস্তায় থাকা অবস্থায় যদি আযান শোনে, তাহলে মসজিদে গিয়ে নামায পড়া তার জন্য জরুরী নয়, যদিও সে কোন প্রয়োজনে অবতরণ করে থাকে।

*যার বাড়ীর অনাদায় নামায সফরে স্মরণ হয় অথবা সফরের নামায বাড়ীতে স্মরণ হয়, সে পূর্ণ নামাযই পড়বে। কেননা, এটা হলো বেশী সাবধানতার এবং দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার দাবী।

* আর যদি সফরের কোনো নামায অন্য সফরে স্মরণ হয়, তবে তা সফরের নিয়মেই পড়বে।

ইমামতীর বিধান

*মুসাফির নয় এমন ইমামের পিছনে মুসাফিরের নামায পড়া জয়েয। উভয়ে নিয়ত অথবা নামাযের পার্থক্য হলেও কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, মুআয ইবনে জাবাল-ﷺ-রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে এশার নামায পড়তেন। অতঃপর এখান থেকে (তাঁর পাড়ায়) গিয়ে তাঁর গোত্রের লোকদেরকে এশার নামায পড়াতেন। আর এ নামায তাঁর জন্য হতো নফল এবং ওদের জন্য হতো ফরয। (১৬)

*পূর্ণ নামায আদায়কারী ইমামের পিছনে মুসাফিরের কসর পড়া শুদ্ধ নয়। তাতে সে (মুসাফির) নামাযে প্রথম থেকেই শামিল হয়ে থাকুক অথবা শেষে এসে থাকুক। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উক্তি হলো,

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)) (١٧)

“ইমাম এই জন্যই বানানো হয়েছে যাতে তার অনুসরণ করা হয়।” (১৭)

*অনেকে মুসাফির নয় এমন ইমামের সাথে চার রাক’আত বিশিষ্ট নামাযের শেষের দু’রাকআতে শামিল হয়ে এই দুই রাক’আতকেই যথেষ্ট মনে করে নেয়। তাদের এ কাজ ভুল এবং এটা জয়েযও নয়। বরং তাদের উচিত হলো পূর্ণ নামায পড়া। আর কেবল দু’রাকআত পড়ে থাকলে তাকে পুনরায় নামায ফিরিয়ে পড়তে হবে।

*যদি মুসাফির এমন ইমামের পিছনে দাঁড়ায় যাকে সে মুসাফির মনে করেছে এবং তার সাথে যদি দু'আরআত পায়, অতঃপর যদি তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে সে মুসাফির নয়, তাহলে তাকে নামায পূর্ণ পড়তে হবে। কিন্তু সে যদি এইভাবে নিয়ত করে যে, সে কসর করলে আমিও কসর করবো এবং সে পূর্ণ পড়লে আমিও পূর্ণ পড়বো, তাহলে তার নামায সঠিক হবে।

* যদি মুসাফির এমন ইমামের সাথে নামাযে শামিল হয় যে মাগরিব পড়ছে আর সে এশা পড়তে চায়, তাহলে তাকে নামায পূর্ণ করতে হবে। অর্থাৎ, চার রাক'আত এশা পড়তে হবে। ইমামের সালাম ফিরার পর তাকে চতুর্থ রাক'আত আদায় করতে হবে।

*মুক্বীম (মুসাফির নয়)-এর মুসাফিরের পিছনে নামায পড়া জায়েয। তবে সে ইমামের সালাম ফিরার পর অবশিষ্ট রাক'আত পূর্ণ করবে।

*মুসাফির যদি মুক্বীমদের নামায পড়ায় তবে সে কসর করবে এবং তার 'তোমরা নামায পূর্ণ করে নাও' এ কথা বলাও বিধি সম্মত হবে। আর যদি নামাযের পূর্বেই এ কথা বলে, তাতেও কোনো দোষ নেই যাতে মুসাল্লীরা সন্দেহ-সংশয়ে না পড়ে।

*যোহর পড়েনি এমন ব্যক্তি যখন মসজিদে প্রবেশ ক'রে দেখে যে, ইমাম আসর পড়ছে, তখন সে যোহরের নিয়ত ক'রে ইমামের সাথে শামিল হয়ে যাবে। অতঃপর তাদের সাথে নামায সমাপ্তি করার পর আসর পড়ে নিবে।

*যদি কোনো মুসাফির অথবা একাধিক মুসাফির রমযান মাসে তারাবীহ পড়াচ্ছেন এমন ইমামের সাথে শামিল হয়, তবে তাদের দু'টি অবস্থা হবে।

প্রথম অবস্থাঃ যদি তারা তাদেরই শহরে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তারা ইমামের সাথে এশার নামায পূর্ণ পড়ার নিয়তে শামিল হবে। অতঃপর ইমাম সালাম ফিরলে তারা তাদের অবশিষ্ট রাক'আতগুলো পূর্ণ করবে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ তারা সফরে থাকে, তাহলে ইমামের সাথে শামিল হয়ে এশার নামায কসর ক'রে পড়বে। তাদের পৃথকভাকে জামাত ক'রে পড়া উচিত নয়। কারণ, এতে যারা তারাবীহ পড়ে তাদের নামাযে বিঘ্ন ঘটে।

বিঃ দ্রঃ

একই মসজিদে একই সময়ে পৃথক পৃথক দু'টি জামাআত করা জায়েয নয়। কেননা, এতে মুসলিমদের বিভক্ত করা এবং তাদের ঐক্য ছিন্ন হয়। অথচ জামাআত ফরয করার উদ্দেশ্যই হলো মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা।

দুই নামাযকে একত্রে পড়ার বিধান

*দুই নামাযকে একত্রে পড়ার নিয়ম হলো, যোহরকে আসরের সাথে এবং মাগরিবকে এশার সাথে অগ্রিম অথবা বিলম্ব ক'রে পড়বে। আর

যেটা বেশী সহজ হবে সেটাই করবে। (অগ্রিম অথবা বিলম্ব) যেটাই করবে যথেষ্ট হয়ে যাবে। ফজরের সাথে কোন নামাযকে জমা করা যাবে না। প্রাধান্য প্রাপ্ত উক্তি অনুযায়ী সাধারণ আলেমদের নিকট জুমার নামাযের ব্যাপারটাও অনুরূপ।

*দুই নামাযকে একত্রে পড়লে একটি আযান দিবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক পৃথক ইক্বামত দিবে।

*দুই নামাযকে একত্রে পড়ার সময় হলো প্রথম নামাযের সয়ম শুরু হওয়া থেকে নিয়ে দ্বিতীয় নামাযের শেষ সময় পর্যন্ত। অতএব মুসাফির দুই নামাযকে প্রথম ওয়াক্তেই অথবা মধ্যবর্তী ওয়াক্তে কিংবা শেষ ওয়াক্তে একত্রে পড়তে পারে। তবে যোহর ও আসরের নামাযকে সূর্যের রঙ পীতবর্ণ হওয়ার পরবর্তী পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েয নয়। অনুরূপ মাগরিব ও এশার নামাযকে অর্ধরাত্রির পর মুহূর্ত পর্যন্ত দেরী করাও বৈধ নয়।

*যদি দুই নামাযকে একত্রে বিলম্ব করে পড়ার নিয়ত করার পর নিজ শহরে প্রবেশ করে যায় এবং দ্বিতীয় নামাযের সময় তখনও না হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় নামাযকে প্রথম নামাযের সাথে জমা করতে পারবে না। বরং এ অবস্থায় তার উপর ওয়াজিব হবে প্রত্যেক নামাযকে যথা সময়ে কসর না ক’রে পূর্ণ পড়া, যদিও সময় সামান্য থাকে তবুও। কেননা, একত্রে পড়া ও কসর করার কারণ হল সফর। আর সে কারণ এখন নেই।

*যদি দুই নামাযকে একত্রে পড়ার নিয়ত করার পর নিজ শহরে প্রবেশ করে যায় এবং দ্বিতীয় নামাযের সময়ও হয়ে যায়, তবে সে উভয় নামাযকে পূর্ণ পড়বে। কারণ, সফর শেষ এবং কারণ দূর হয়ে গেছে।
*যদি দুই নামাযকে একত্রে বিলম্ব ক'রে পড়ার নিয়ত করার পর সে ঐ শহরে প্রবেশ করে যায়, যেখানে সে সফর করেছে আর প্রথম নামাযের সময় যদি সামান্য অবশিষ্ট থাকে এবং দ্বিতীয় নামাযের সময় শুরু না হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রে তার জন্য রয়েছে তিনটি অবস্থা। যথা,
প্রথম অবস্থা হলো, সে যদি মসজিদ থেকে এত দূরে থাকে যেখান হতে নামাযের আযান শুনা যায় না, তবে উত্তম হলো দ্বিতীয় নামাযের সময় হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে। অতঃপর উভয় নামাযকে জমা ও কসর ক'রে পড়বে। আর যদি সে দ্বিতীয় নামাযের সময় হওয়ার পূর্বেই পড়ে নেয়, তবে তাও জায়েয হবে।
দ্বিতীয় অবস্থা হলো, সে যদি দ্বিতীয় নামাযের আযানের পর এবং ইক্কামতের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করে, তাহলে প্রথম নামাযকে কসর ক'রে পড়ে নিবে। তারপর দ্বিতীয় নামাযকে জামাতের সাথে আদায় করবে।
তৃতীয় অবস্থা হলো, যদি সে মসজিদে প্রবেশ ক'রে দেখে যে লোকেরা দ্বিতীয় নামাযে রয়েছে, তবে সে প্রথম নামাযের নিয়ত ক'রে তাদের সাথে শামিল হয়ে যাবে। এর বিশদ আলোচনা মুসাফিরের মুক্কীমের পিছনে নামায পড়ার প্রসঙ্গে হয়েছে।

*মুসাফিরের জন্য দুই নামাযকে একত্রে পড়া এমন অবস্থাতেও জায়েয যখন সে জানে যে, দ্বিতীয় নামাযের সময় শুরু হওয়ার পূর্বেই সে তার শহরে পৌঁছে যাবে। আর যে দুই নামাযকে একত্রে পড়লো এবং দ্বিতীয় নামাযের আযান হওয়ার পূর্বেই অথবা নামাযের সময়ে নিজ শহরে পৌঁছে গেলো, তার নামাযকে ফিরিয়ে পড়ারও প্রয়োজন নেই।

*দুই নামাযকে একত্রে পড়া এমন মুসাফিরের জন্য জায়েয যে যাত্রা পথেই থাকে। কিন্তু যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যায়, তার জন্য উত্তম হলো কোন অসুবিধা না হলে জমা না করা, যদিও জমা করা তার জন্যও জায়েয।

*ছুটে যাওয়া নামাযগুলো এবং দুই নামাযকে একত্রে পড়ার সময়ও তারতীব তথা পর্যায়ক্রমে আদায় করা ওয়াজিব। তবে তারতীবের কথা ভুলে গেলে বা এ ব্যাপারে জানা না থাকলে অথবা উপস্থিত নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে তারবীবের বাধ্য-বাধকতা থাকবে না। যদি উপস্থিত নামায পড়ার সময় তার ছুটে যাওয়া অথবা প্রথম নামাযের কথা মনে হয়, তাহলে সে আগে উপস্থিত নামাযকে সমাপ্ত করবে এবং পরে প্রথম নামাযের কাযা করবে।

*যদি মুসাফির এশার নামাযকে মাগরিবের সাথে জমা ক'রে পড়ে, তবে সে বিতর নামাযকে তখনই পড়তে পারবে। এশার সময় হওয়া পর্যন্ত তার অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

*মুসাফির যদি মাগরিবের নামাযকে এশার সাথে পড়ার জন্য বিলম্ব

করে এবং কোনো শহরে পৌঁছে যদি দেখে সেখানে মানুষ এশার নামায পড়তে আছে, তাহলে সে তাদের সাথে মাগরিবের নিয়ত ক'রে দাঁড়িয়ে যাবে। আর সে যদি ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাক'আতে শামিল হয়, তবে সে ইমামের সাথেই সালাম ফিরে দিবে। কারণ, তার তিন রাক'আত হয়ে যাবে। আর যদি সে তৃতীয় রাক'আতে শামিল হয়, তাহলে ইমামের সালাম ফিরার পর সে আরো এক রাক'আত পড়বে। তবে সে যদি প্রথম রাকআত থেকেই ইমামের সাথে শামিল হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম যখন চতুর্থ রাক'আতের জন্য দাঁড়াবে, তখন সে বসে যাবে এবং তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরে পুনরায় ইমামের সাথে এশার নামাযের নিয়তে শামিল হয়ে যাবে। এইভাবে সে দুই জামাআতকেই পেয়ে নিবে। অতঃপর সে অবশিষ্ট রাক'আতগুলো পূরণ করবে।

নামাযের যিকিরসমূহ

দুই নামাযকে একত্রে পড়ার সময় উত্তম হলো প্রথমে প্রথম নামাযের যিকিরগুলো পড়বে। অতঃপর দ্বিতীয় নামাযের যিকিরগুলো। কিন্তু যদি সর্বশেষে পড়া নামাযের যিকিরগুলোই কেবল পড়ে, তবে প্রথম নামাযের যিকিরগুলোও তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

বিমানে নামায

বিমানে নামায দুই ধরনের। যেমন,

(১) নফল নামাযসমূহঃ এই নফল নামায মুসাফিরের জন্য পড়া জায়েয

তাতে সে দাঁড়ানো অথবা বসা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন। আর তার মুখ যেদিকেই থাকুক সে রুকু’ ও সাজদার জন্য ইশারা করবে। আর ক্বিবলার দিকে মুখ করার শর্তও থাকবে না। গাড়ী বা বাহনের ব্যাপারটাও অনুরূপ। তবে তাকবীরে তাহরীমার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ করা উত্তম।

(২) ফরয নামাযসমূহঃ এই নামাযগুলো যদি এমন নামায যা একে অপরের সাথে জমা করা যায়, তাহলে তার কয়েকটি অবস্থা হবে। যেমন,

প্রথম অবস্থাঃ যদি বিমানে উঠার পূর্বে অথবা বিমান থেকে অবতরণ করার পর দুই নামাযকে একত্রে অগ্রিম বা বিলম্ব করে পড়া সম্ভব হয়, তবে তা-ই করবে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ যদি নামাযের সময় হওয়ার পূর্বেই বিমানে উঠে যায় এবং তার বেশীর্ভাগ ধারণা এটাই হয় যে, প্রথম নামাযের সময় শেষ হওয়ার পরই বিমান নামবে, তাহলে সে দুই নামাযকে বিলম্ব করে একত্রে পড়বে, যদি একত্রে পড়ার নামায হয়। যেমন, যোহরকে আসরের সাথে এবং মাগরিবকে এশার সাথে।

তৃতীয় অবস্থাঃ যদি নামাযের সময় হওয়ার পূর্বেই বিমানে উঠে যায় এবং তার বেশীভাগ ধারণা এটাই হয় যে, উভয় নামাযের সময়ই অতিবাহিত হয়ে যাবে কিংবা এমন নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে যে নামাযকে কারো সাথে জমা করা যায় না, যেমন ফজরের

নামায, তাহলে তার উপর ওয়াজিব হবে বিমানেই নামায পড়া, যদি সেখানে নামায পড়ার ব্যবস্থা থাকে এবং সম্ভব হলে ক্বিবলার দিকে মুখ করবে। যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে, তবে যাতায়াতের যে জায়গা থাকে সেখানেই পড়বে। এটাও যদি সম্ভব না হয়, তবে সে তার কুর্সীতে বসে বসে নামায পড়বে এবং রুকু' ও সাজদার জন্য ইশারা করবে। নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তা বিলম্ব করা তার জন্য জায়েয নয়।

চতুর্থ অবস্থাঃ যদি বিমানে নামায পড়ার ব্যবস্থা থাকে এবং সেখানে ক্বিবলার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে রুকু। ও সাজদা করা সহ নামায সম্ভব হয়, তবে সেখানে নামায পড়বে, যদিও তার হাতে যথেষ্ট সময় থাকে। যদি বিমানবন্দর শহরের বাইরে হয়, তবে মুসাফির সেখানে কসরও করতে পারে, যদি আসন বা টিকিট পাক্কা হয়ে থাকে। কিন্তু যদি অপেক্ষার সূচীতে থাকে, তাহলে কসর করবে না। কারণ, সে সফরের ব্যাপারে নিশ্চিত নয়।

*যদি বিমানবন্দর শহরের ভিতরে থাকে, তবে সে কসর করবে না। তাতে তার বিমানের আসন পাক্কা হয়ে থাকুক বা অপেক্ষার সূচীতে থাকুক। কারণ, সে শহরের ঘর-বাড়ীর বাইরে যায়নি।

জুমআর বিধান

*জুমআর দিন (যেখানে দু'টি আযান হয় সেখানে) দ্বিতীয় আযানের পূর্বে সফর করা জায়েয। তবে দ্বিতীয় আযানের পর নামায না পড়ে সফর করা জায়েয নয়। কিন্তু কয়েকটি অবস্থাতে জায়েয আছে।

প্রথম অবস্থাঃ যদি জুমআ পড়তে গেলে সাথী-সঙ্গীদের চলে যাওয়ার অথবা বিমান ছুটে যাওয়ার কিংবা বাস ছেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ যদি তার পথে পড়ে নেওয়া সম্ভব হয়।

তৃতীয় অবস্থাঃ যদি এই জুমার দিন ঈদের দিন হয়। আর সে যদি ঈদের নামায পড়ে থাকে, তবে দ্বিতীয় আযানের পরও সফর করতে পারবে এবং সে জুমআর পরিবর্তে যোহরের নামায কসর ক'রে পড়বে।

*যে মুসাফির তার সফরের পথেই থাকে অথবা এমন স্থানে অবতরণ করে যেখানে জুমআ প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং সে জুমআর আযানও শুনতে পায় না, সে জুমার নামাযের অপরিহার্যতা থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। সে জুমআর পরিবর্তে যোহর পড়বে কসর ক'রে। অনুরূপ সে আসরের নামাযকেও তার সাথে জমা করতে পারবে।

*তবে সে যদি এমন স্থানে অবতরণ করে যেখানে জুমআ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে আযানও শুনতে পায়। তাহলে প্রাধান্যপ্রাপ্ত উক্তি অনুযায়ী জুমআ তার উপর ওয়াজিব। কারণ, দলীলগুলো সাধারণ। কিন্তু সে যদি তার যাত্রা পথে থাকা অবস্থায় কোন শহর দিয়ে কেবল পেরিয়ে যায় এবং কোন প্রয়োজনে থামার কারণে জুমআর আযান শোনে, তাহলে তার উপর জুমআ ওয়াজিব হবে না। যদি সে পড়ে তাও তার জন্য যথেষ্ট হবে।

*অনেক মুসাফির নিজেরাই জুমআর নামায প্রতিষ্ঠিত করে এবং এমন স্থানে তারা তা আদায় করে যেখানে জুমআ হয় না। অথচ তারা মুসাফির

সেখানে (প্রয়োজনে) অবতরণ করেছে। তাদের এ কাজ ভুল এবং তাদের এ নামায গৃহীতও হবে না। বরং তাদের উপর ওয়াজিব হলো যোহরের নামায পড়া। সেটাই তাদের উপর ফরয।

*মুসাফির জুমআর নামায পড়লে তার সাথে আসরের নামাযকে জমা ক'রে পড়তে পারবে না, বরং আসরের নামাযকে তার সময়ে পড়বে। কারণ, জুমআর নামায হলো, সেই নামাযগুলোর অন্তর্ভুক্ত যা জমা করা যায় না। কিন্তু সে যদি এমন কেউ হয়, যার উপর জুমআ ওয়াজিব নয় যেমন, সফরের যাত্রী অথবা সে এমন স্থানে আছে যেখানে জুমআ হয় না, তাহলে যোহর ও আসরকে জমা ও কসর ক'রে পড়া তার জন্য জায়েয।

*যদি মুসাফির অথবা মুক্বীম (মুসাফির নয় এমন) জুমআর নামায এক রাক'আতও না পায়, তাহলে তারা যোহর পড়বে। মুসাফির এই যোহরকে কসর ক'রে পড়তে পারবে। কিন্তু মুক্বীমকে পুরো চার রাক'আতই পড়তে হবে। পক্ষান্তরে তারা (মুসাফির ও মুক্বীম) যদি এক রাক'আত পেয়ে যায়, তবে তা জুমআ হিসাবেই পূর্ণ করবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামাযের এক রাক'আত পেয়ে গেল, সে নামায পেয়ে গেল।" (১৮)

*জুমআর দিনে সূরা কাহাফ পড়া মুসাফিরের জন্যও মুস্তাহাব। কারণ, এ ব্যাপারে দলীলগুলো সাধারণ। আর তাছাড়া এই সুন্নতের সম্পর্ক দিনের সাথে, জুমআর নামাযের সাথে নয়।

মুসাফিরের রোযা

সফরে রোযা রাখা কষ্টকর হোক বা না হোক মুসাফিরের না রাখাই ভাল। তবে কষ্টের সময় না রাখা উত্তম। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((هِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ)) (١٩)

"এটা হলো আল্লাহর পক্ষ হতে অনুমতি। যে এই অনুমতি গ্রহণ করলো সে ভালই করলো। আর যে রোযা রাখতে চায়, তারও কোনো দোষ হবে না।" (১৯)

মাসাফিরের রোযা না রাখার দু'টি অবস্থাঃ

১। মুসাফির সফরে থাকা অবস্থায় রোযা রাখার পর তা ছেড়ে দিতে চাইলে তার জন্য তা জায়েয।

২। কিন্তু মুক্বীম অবস্থায় রোযা রাখার পর সে যদি সফর করে, তাহলে সে শহরের ঘর-বাড়ী অতিক্রম না করা পর্যন্ত রোযা ছাড়তে পারবে না।

*মুসাফির যদি রোযা না রাখা অবস্থায় নিজ শহরে পৌঁছে যায়, তাহলে তার জন্য না খেয়ে থাকা অপরিহার্য নয়। তবে সে তার রোযা না রাখার কথা প্রকাশ করবে না, যাতে তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টি না হয়।

*সফরে ছেড়ে দেওয়া রোযা ধারাবাহিকতা নষ্ট করে না। যেমন, কেউ ভুল-হত্যা ইত্যাদির রোযা রাখে। কারণ, তা (সফর) এমন ওজর যা রোযা ছাড়াকে বৈধ করে।

*যে ব্যক্তি তার শহরের বিমানবন্দরে সূর্যাস্তের ফলে ইফতারী করে, অতঃপর বিমান ছাড়ার পর সে যদি সূর্য দেখে, তবে পুনরায় পানাহার থেকে বিরত থাকা তার জন্য জরুরী নয়।

*যদি সূর্যাস্তের মাত্র কয়েক সে'কেন্ড পূর্বে বিমানে আরোহণ করে অতঃপর যদি দিন অব্যাহত থাকে, তবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত না ইফতারী করবে, আর না মাগরিবের নামায পড়বে, যতক্ষণ না সেই গগণের সূর্য অস্ত যাবে, যেখানে সে অবস্থান করছে। অনুরূপ সে যদি এমন আকাশের নীচ দিয়ে পেরিয়ে যায় যার বাসীন্দারা ইফতারী করে নিয়েছে, কিন্তু সে আকাশে সূর্য দেখতে পাচ্ছে, তবে সে ইফতারী করবে না।

*এমন মুসাফির যদি তার শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে রোযা ছেড়ে দেয় এবং নামায কসর করে, যার (বিমানে) আসন পাক্কা এবং বিমানবন্দর যদি শহরের বাইরে হয়, অতঃপর যদি বিমান ছাড়তে বিলম্ব করে অথবা কোনো বাধার কারণে সে যদি ঐ দিন সফর করতে না পারে, তবে তার নামায শুদ্ধ এবং তার রোযা ছাড়াও সঠিক। খাওয়া-দাওয়া থেকে বিরত থাকা তার উপর অপরিহার্য নয়।

*যে ব্যক্তি রামযানে রোযা ছেড়ে দেয় সফর অথবা অন্য কোনো কারণে, তার উপর কাযা ওয়াজিব।

টীকাসমূহ

১। (নাসায়ী ও আহমদ ২৮১৫)

২। (তিরমিযী প্রভৃতি ৩৩৬৫)

৩। (বুখারী ২৯৯৮)

৪। (বুখারী ১৮৬৩-মুসলিম ১৩৪১)

৫। (মুসলিম ১৩৪২)

৬। (আবূ দাউদ ২৬০৮)

৭। (মুসলিম ২৭০৮)

৮। (বুখারী ২৯৯৪)

৯। (আবূ দাউদ১৩১৩, তিরমিযী ১৮২৮, ইবনে মাজা ৩৮৫২, আহমদ ৯২৩৩)

১০। (সাহীহুল মুসনাদ ৫০৯)

১১। (বুখারী ৬২২৯-মুসলিম ২১২১)

১২। (বুখারী ৩০০১-মুসলিম ১৯২৭)

১৩। (বুখারী ৪৪১৮-মুসলিম ২৭৬৯)

১৪। (বুখারী ২৯৯৬)

১৫। (বুখারী ৭২৪৬-মুসলিম ৬৭৪)

১৬। (বুখারী ৭১১-মুসলিম ৪৬৫)

১৭। (বুখারী ৩৭৮-মুসলিম ৪১১)

১৮। (বুখারী ৫৮০-মুসলিম ৬০৭)

১৯। (মুসলিম ১১২১)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	পরিবারের কাছ থেক বিদায় নেওয়া
৪	সৎ সাথী নির্বাচন করা
৫	মহিলার একা সফর করা জায়েয নয়
৬	সফরের দুআ পড়া
৭	একজনকে আমীর নির্বাচন করা
৮	কোনো স্থানে অবতরণ করলে দুআ
৯	কোনো শহরে প্রবেশকালে দুআ
১০	মুসলিমদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা
১১	পথের অধিকার আদায় করা
১১	প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলেই বাড়ি ফিরা
১২	সফর থেকে ফিরে এলে আগে মসজিদে যাওয়া
১৩	মুসাফিরের নেকী
১৩	কসরের দূরত্ব
১৪	পবিত্রতার বিধান
১৭	নামাযের বিধান
২০	ইমামতীর বিধান
২২	দুই নামাযকে একত্রে পড়ার বিধান
২৬	বিমানে নামায
২৮	জুমআর বিধান
৩১	মুসাফিরের রোযা